পাট অধ্যাদেশ, ১৯৬২

(১৯৬২ সালের ৭৪ নং অধ্যাদেশ)

পাট মন্ত্রণালয়

পাট অধিদপ্তর

পাট অধ্যাদেশ, ১৯৬২

১৯৬২ সালের ৭৪ নং অধ্যাদেশ

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে করাচি থেকে পাকিস্তান গেজেট এবং পাট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ নং ১৬) দ্বারা এপ্রিল, ১৯৮৩ তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ সংশোধনী বাংলাদেশ গেজেট, ৬ই এপ্রিল, ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা সংক্রান্ত আইন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংশোধন করার উদ্দেশ্যে একটি অধ্যাদেশ

যেহেতু অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা বিধিবদ্ধকরণ ও উন্নতি সাধন, পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ী এবং কাঁচা ও পাকা পাট প্রেস মালিকগণকে লাইসেন্স প্রদান, পাট ব্যবসা ও শিল্পসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং পাটের উপর উপকর ধার্যের নিমিত্তে যথাবিহীত বিধান সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসা সম্পর্কীয় আইন একত্রিত ও সংশোধন করা যুক্তিযুক্ত ;

এবং যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত জাতীয় স্বার্থে এইরূপ আইন প্রণয়ন আবশ্যক ;

এবং যেহেতু জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে নাই এবং সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রেসিডেন্ট হিসাবে কর্মরত স্পীকার সন্তুষ্ট, যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তাহাতে অবিলম্বে আইন প্রণয়ন অপরিহার্য ;

এইক্ষণে, সেহেতু, সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রেসিডেন্ট হিসাবে কর্মরত স্পীকার সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদ তৎসংগে পঠিতব্য ১৩১(২) নং অনুচ্ছেদ ও তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সকল ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও ঘোষণা করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশটির নামকরণ হইবে পাট অধ্যাদেশ, ১৯৬২।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশে—

(এ) (বিলুপ্ত) ;

(বি) 'চুক্তি' অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন ব্যক্তির নিকট পাট বা পাটজাত পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি ;

(সি) 'ব্যবসায়ী' অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি পাট বা পাটজাত পণ্য ক্রয় বা ক্রয়ের মধ্যস্থতা অথবা বিক্রয় অথবা যাচাই বা বাঁধাই অথবা পাট সূতা বা পাটজাত পণ্য তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করেন কিন্তু কোন চাষী নিজ উৎপাদিত পাট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে না ;

(ডি) 'রপ্তানীকারক' অর্থ কোন শীপার বা কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ হইতে পাট বা পাটজাত পণ্য রপ্তানী করেন ;

(ই) (বিলুপ্ত) ;

(এফ) 'পাট চাষী' অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি নিজে বা তাহার পরিবারের সদস্য বা ভাড়া করা মজুর বা অর্ধ-ভাগী বা বর্গাদার দ্বারা যে কোন বৎসরে তাহার দখলীয় জমিতে পাট উৎপাদন করেন ;

(জি) 'পাট' অর্থ উদ্ভিদশাস্ত্রে জীনাস করকরাস নামে পরিচিত বংশজাত উদ্ভিদ, ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল প্রজাতি যাহা পাট, কোষ্টা, নালিয়া বা অন্য কোন নামের উদ্ভিদের আঁশ এবং উদ্ভিদশাস্ত্রে হিবিসকাস কেনাবিনাস নামে পরিচিত এবং সাধারণভাবে মেস্তা নামে অভিহিত উদ্ভিদের আঁশ এবং যে কোন পাটের আঁশ যাহা সূতা তৈরী বা বুনন প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয় নাই বা আওলা অথবা ড্রামে বাঁধা বা বেলে যেই ভাবেই থাকুক এবং পাট কাটিং ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(এইচ) 'পাটজাত পণ্য' অর্থ সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ পাটের তৈরী হেসিয়ান, গানিস, টুয়াইন, ইয়ার্ণ-সূতা, মেটিং এবং অন্য কোন দ্রব্য ;

(আই) 'পাটকল' অর্থ কোন মেশিন যাহা দ্বারা যে কোন ধরণের পাটজাত পণ্য যথা, টুয়াইন, সেকিং, হেসিয়ান, রশি, গানি কাপড় এবং এইরূপ যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় ;

(জে) 'কাঁচা প্রেস' অর্থ কায়িক শ্রমে বা শক্তিতে বা অন্য কোন কৌশলে চালিত পেষণ যন্ত্র যাহা দ্বারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের নিমিত্তে কাঁচা বেল নামে পরিচিত সাধারণতঃ চার মণ পর্যন্ত ওজনের বেল বাঁধাই করা হয় ;

(কে) 'লাইসেন্সিং' অর্থ এই অধ্যাদেশের আওতায় লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন ;

(এল) 'প্রজ্ঞাপিত আদেশ' অর্থ সরকারী কোন গেজেটে প্রকাশিত কোন আদেশ ;

(এম) (বিলুপ্ত);

(এন) (বিলুপ্ত) ;

(ও) 'প্রেস মালিক' অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি কোন পাট প্রেসের মালিক এবং কোন পাট প্রেসের বিষয়াদির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কিন্তু কোন ব্যক্তি যাহাকে কোন প্রেস ভাড়ায় বা ইজারা দেওয়া হইয়াছে তিনি অন্তর্ভুক্ত হইবেন না ;

(পি) 'নির্দিষ্টকৃত' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত কোন বিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত ;

(কিউ) 'পাকা প্রেস' অর্থ শক্তিচালিত কোন পেষণ যন্ত্র যাহা দ্বারা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ প্রতিটি পাঁচ মণ বা চারশ পাউণ্ড ওজনের বেল বাঁধাই করা হয় এবং সেমি-পাকা প্রেস নামে পেষণ যন্ত্রও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩। (বিলুপ্ত)।

৪। **পাট ও পাটপণ্য ব্যবসা সম্পর্কে সরকারের ক্ষমতা।**—সরকার—

(এ) পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবেন ;

(বি) পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসা তদারক ও বিধিবদ্ধ করিতে পরিবেন ;

(সি) দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য পরিবহন ও জাহাজীকরণের ব্যবস্থায় সহায়তা করিবেন ;

(ডি) ব্যবসায়ী এবং কাঁচা ও পাকা প্রেস মালিকগণকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন এবং যদি প্রয়োজন হয়, এইরূপ লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল ও বাতিল করিতে পারিবেন ;

(ই) পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং প্রচার করিতে পারিবেন ;

(এফ) যুক্তিযুক্ত মনে করিলে এইরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনার উপায় উদ্ভাবন অথবা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অধিগ্রহণ বা পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন ;

(জি) বিধান করিতে পারিবেন—

(১) পাট ও পাটজাত পণ্যের গুণ, মান ও শ্রেণীবিন্যাস ;

(২) মূল্য স্থিতিকরণ, জরুরী মজুদ কার্যক্রম অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোন কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা ; এবং

(৩) মূল্য স্থিতিকরণ বা সহায়ক কর্মসূচী, জরুরী মজুদ কার্যক্রম অথবা রাষ্ট্রীয় পাটের ব্যবসা কর্মসূচী হইতে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে উদ্ভূত কোন দাবীর নিস্পত্তি করিতে পারিবেন।

৫। (বিলুপ্ত)।

৬। **লাইসেন্স প্রদান।**—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তন হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের আওতায় লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে যে কোন প্রকারে বা ফর্মে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন পাট চাষী তাহার নিজ উৎপাদিত পাট বিক্রয় করিতে কোন লাইসেন্স গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না।

(২) যেভাবে নির্দিষ্টকরণ করা হইবে সকল ব্যবসায়ী এবং কাঁচা ও পাকা প্রেস মালিকগণকে সেই সময়ের মধ্যে সেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান করিতে হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশাধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সে যেভাবে উল্লেখিত থাকিবে সেরূপ ব্যবসার ধরণ বা সেরূপ এলাকার জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৪) যেভাবে বিধান করা হইবে এই অধ্যাদেশাধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স সেরূপ শর্তাধীন থাকিবে।

(৫) এই অধ্যাদেশাধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ব্যক্তিগত এবং হস্তান্তর অযোগ্য।

(৬) এই অধ্যাদেশাধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরের শেষাবধি মেয়াদ পাইবে এবং যেভাবে বিধান করা হইবে সেই সময়ের মধ্যে বাৎসরিক নবীকৃত হইবে।

(৭) প্রত্যেক লাইসেন্স মঞ্জুরী বা নবায়নের জন্য নির্ধারিত ফি সরকারের বরাবরে জমা দিতে হইবে।

(৮) এই ধারায় মঞ্জুরীকৃত বা নবীকৃত লাইসেন্স নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাময়িক বাতিল বা বাতিল করা যাইবে—

(এ) এই অধ্যাদেশ বা ইহার আওতাধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান ভংগের কারণে ; অথবা

(বি) যেই শর্তাধীনে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা লংঘন করিলে ; অথবা

(সি) যেই ব্যবসার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে, লাইসেন্সধারী যদি সেই ব্যবসা পরিচালনা বন্ধ করিয়া দেন অথবা ব্যবসায় তাহার স্বার্থ বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করেন ; অথবা

(ডি) অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, রপ্তানী বা বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন আইন ভংগ বা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে ; অথবা

(ই) প্রতারণার মাধ্যমে কোন লাইসেন্স গ্রহণ করিলে বা গ্রহণ করার চেষ্টা করিলে ; অথবা

(এফ) নির্ধারিত ফি জমা না দিলে ; অথবা

(জি) ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্প সংক্রান্ত এমন কোন কার্য করা যাহা সরকারের মতে জনস্বার্থের পরিপন্থী ; অথবা

(এইচ) গুণ, মান, মূল্য চার্জ বা কমিশন সংক্রান্ত এই অধ্যাদেশাধীন জারীকৃত কোন আদেশ ভংগ করিলে।

(৯) লাইসেন্স সাময়িক বাতিল বা বাতিলের কারণে কোন লোকসান বা ক্ষয়-ক্ষতির জন্য লাইসেন্সধারী কোন ক্ষতিপূরণের অধিকারী হইবেন না।

৭। **আপীল।**—(১) ৬ ধারায় কোন আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে এইরূপ আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় দাখিলকৃত আপীল যেভাবে বিধান করা হইবে সেভাবে দাখিল ও সংগে ফি দিয়ে দিতে হইবে।

৮। **মূল্য নির্ধারণ।**—(১) সরকার, প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, বিভিন্ন শ্রেণীর পাট বা পাটজাত পণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য এবং সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন যাহার নিম্নে বা উর্ধ্বে বিক্রয় বা ক্রয় করা যাইবে না এবং এইরূপ মূল্য নির্ধারণ সকল এলাকা বা ব্যক্তির অথবা ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা গোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হইতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় নির্ধারিত ন্যূনতম দরের নীচে বা উচ্চতম দরের উপরে কোন দরে কোন ব্যক্তি পাট বা পাটজাত পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৮এ। **বেলিং চার্জ ইত্যাদি নির্ধারণ।**—সরকার, প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, বেল বাঁধাই বা মজুদ অথবা দালালের কমিশনের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং বিভিন্ন এলাকা বা শ্রেণীর ব্যবসায়ীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণ করিতে পরিবেন।

৯। **এজেন্ট এবং দালাল।**—সরকার তাহার পক্ষে পাট ক্রয়, মজুদ বা বিক্রয় করিবার জন্য, যেরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন, সেরূপ শর্তে প্রতিনিধি এবং দালাল নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ প্রতিনিধি এবং দালালগণের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১০। **প্রেস, গুদাম ইত্যাদি অধিগ্রহণ।**—(১) সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন কাঁচা বা পাকা প্রেস, কোন গুদাম বা খোলা অথবা বেড়া দিয়া ঘেরা কোন জায়গা অধিগ্রহণ এবং উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন অথবা সরকার কর্তৃক বা উহার পক্ষে পাট ক্রয় হউক বা না হউক, পাট বাঁধাই, বিক্রয় বা মজুদ বা এই অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের সংগে প্রাসংগিক অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার আওতায় যদি এইরূপ কোন প্রেস, গুদাম বা জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সম্মতিক্রমে বা তাহাদের পছন্দের সালিশের দ্বারা এবং এমনভাবে সম্মত হইবার অবর্তমানে, ১৯৪০ সালের সালিশি আইনের (১৯৪০ সালের ১০ নং আইন) বিধান মোতাবেক নিযুক্ত সালিশের দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা ২ এর আওতায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সালিশগণ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (II of 1982) এর ৮ ধারার উপ-ধারা ১ এর বিধান বিবেচনায় নিবেন যাহাতে অস্থায়ী অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যেরূপ করা হয় একইভাবে যেন সেরূপ প্রয়োগ করা হয়।

১১। **উপ-কর ধার্যকরণ।**—(১) সরকার, প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে, বাংলাদেশে উৎপাদিত সকল বা যে কোন শ্রেণীর পাটের উপর প্রজ্ঞাপনে যেরূপ নির্ধারিত থাকিবে সেরূপ হারে বা বিভিন্ন হারে উপ-কর ধার্য ও সংগ্রহ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন উপ-কর পাট চাষীর উপর ধার্য বা তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা যাইবে না।

(২) আদায় খরচ, যদি থাকে, বাদ দিয়া সংগৃহীত উপ-করের অর্থ মূল্য স্থিতিকরণ তহবিল নামে বিশেষ তহবিলে জমা করিতে হইবে এবং কাঁচাপাটের মূল্য স্থিতিশীল রাখিবার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন সহায়ক স্কীম বা জরুরী মজুদ কার্যক্রমের ব্যয় মিটাইতে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

১২। **চুক্তি নিবন্ধীকরণ।**—সরকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে যেভাবে নির্দেশিত থাকিবে সেভাবে সেরূপ প্রতিষ্ঠানের সংগে যে কোন চুক্তি বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর চুক্তিপত্র নিবন্ধন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৩। **বিক্রয় ইত্যাদি নিষেধ করিবার ক্ষমতা।**—সরকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে, আদেশে যেইভাবে নির্ধারণ করা থাকিবে উহা ব্যতিরেকে যে কোন পাট বা পাটজাত পণ্য অথবা নির্দেশিত বর্ণনার পাট বা পাটজাত পণ্য পরিবহণ, মজুদ, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর না করিবার জন্য কোন রপ্তানীকারক, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা বিশেষ শ্রেণীর রপ্তানীকারক, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৩এ। **বিক্রয় ইত্যাদির নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে, পাট বা পাটজাত পণ্যের মজুতদারী কোন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা বিশেষ শ্রেণীর প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীকে আদেশে যেভাবে নির্দেশিত থাকিবে উহার মজুদের সম্পূর্ণ বা নির্ধারিত অংশ সেরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট বিক্রয়ের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় নির্দেশ অনুসারে কি মূল্যে মজুদ মাল বিক্রয় হইবে উহাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতাকে নিজেদের মধ্যে একটি সম্মত মূল্যে উপনীত হওয়ার সুযোগ না দিয়া এবং দিয়া থাকিলে সেক্ষেত্রে তাহারা ব্যর্থ না হইলে সরকার এরূপ নির্ধারণ করিবেন না।

(৩) সরকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশে, কোন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা বিশেষ শ্রেণীর প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীকে আদেশে যেভাবে নির্দেশিত থাকিবে সেরূপ সময়ের মধ্যে এবং সেরূপ এলাকা বা এলাকাসমূহ হইতে সেই পরিমাণ পাট ক্রয় এবং সেরূপ ন্যূনতম পরিমাণের মজুদ রাখিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৪। **তথ্যাদি তলবের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, যে কোন সময়, প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে, আদেশে যেভাবে নির্দেশিত থাকিবে সেরূপ ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাহাদের পাট বা পাটজাত পণ্য উৎপাদন, মজুদ, বিক্রয়, ক্রয় বা দালালী সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ এবং সেরূপ বিবরণ সম্বলিত রিটার্ন বা তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার অথবা সরকারের অধীনস্থ সেরূপ কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে, কোন তথ্য, খাতাপত্র বা দলিল সংগ্রহ, পরিদর্শন বা পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিলে লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশে যেভাবে নির্ধারণ করা হইবে, সেভাবে সরকার বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট সরবরাহ বা দাখিল করিবার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) সরকার, যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশে যেভাবে নির্ধারণ করা হইবে, সেভাবে যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোন চুক্তিপত্র পালনের যেরূপ নির্দেশ দেওয়া থাকিবে বা প্রতিপালন সংক্রান্ত বিবরণ সেভাবে এবং সেরূপ ব্যক্তির নিকট সরবরাহ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) সরকার, যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা, সরকারের কোন কর্মকর্তা অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন আংগিনায়, যেখানে পাট ক্রয়, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য মজুদ বা বেল বাঁধাইয়ের কাজ চলিতেছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিবে, প্রবেশ ও পরিদর্শন এবং তদ্‌সংক্রান্ত যে কোন দলিল তলব এবং উপ-ধারা (১) (২) ও (৩) এর আওতায় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১৪এ। **হিসাবের বহি, মজুদ ইত্যাদি আটক করিবার ক্ষমতা।**—এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিশ্বাসের কারণ থাকে যে এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করা হইয়াছে,—

(১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে যেই লংঘন কার্য সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জাগিয়াছে তাহার সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স, ভাউচার, হিসাবের খাতাপত্র, পাট বা পাটজাত পণ্যের মজুদ, ওজন স্কেল, বাটখারা এবং তদ্‌সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি আটক করিতে পারিবেন, এবং

(২) এইরূপ লংঘিত কার্যের সংগে জড়িত বলিয়া যুক্তিযুক্তভাবে সন্দেহজনক যে কোন ব্যক্তিকে তাহার মজুদ পাট বা পাটজাত পণ্য বা উহার অংশবিশেষ ওজন করিবার আবশ্যক বোধ করিলে এবং যদি এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যেভাবে নির্ধারিত হইবে সেরূপ স্থানে বা স্থানসমূহে স্থানান্তর করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৫। **চুক্তি পালন নিশ্চিত করিবার ক্ষমতা।**—যে কোন চুক্তির খেলাপ সংঘটিত হইলে তাহা পালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্য সরকার যুক্তিযুক্ত মনে করিলে, খেলাপকারীর যে কোন পাট বা পাটজাত পণ্য চুক্তির অনুকূলে উপযোজন করিতে পারিবেন অথবা অন্য কোথাও পাট বা পাটজাত পণ্য কিনিয়া একইভাবে উপযোজন করিতে পারিবেন এবং ইহার যে কোন ক্ষেত্রে বা উভয় ক্ষেত্রে খেলাপির কারণে সরকার কোন লোকসানের সম্মুখীন হইলে চুক্তি ভংগকারীকে উহার দায় বহন করিতে হইবে, কিন্তু খেলাপের বিপরীতে ক্রয়ের উপর মুনাফা হইলে খেলাপকারী উহা প্রাপ্য হইবেন না।

১৬। **ক্ষমতা অর্পণ।**—সরকার প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, এই অধ্যাদেশের দ্বারা বা অধীনে সরকারের উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা, আদেশে যেভাবে নির্দিষ্ট করা থাকিবে, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে এবং শর্তাদি সাপেক্ষে, কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা কর্তৃকও প্রয়োগ হইবে।

১৭। **দণ্ডসমূহ।**—(১) কোন ব্যক্তি যিনি এই অধ্যাদেশের বা কোন বিধির বিধান, তদধীন জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ লংঘন বা পালন করিতে ব্যর্থ হইবেন তাহাকে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে।

(২) এই অধ্যাদেশাধীন কোন অপরাধ বিচারকারী আদালত সন্তুষ্ট হইলে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সংগে সংশ্লিষ্ট পাট বা পাটজাত পণ্যের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ব্যক্তি কোন কোম্পানী বা বিধিবদ্ধ সংস্থা, তাহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্যান্য কর্মকর্তা এবং উহার প্রত্যেক প্রতিনিধি এবং কর্মচারী এবং কোন অসীমিত কোম্পানী বা গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত কোম্পানী বা কোন ব্যক্তি মালিকানা বা অংশীদারী ফার্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য, মালিক বা অংশীদার, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, এই অধ্যাদেশের বিধান তিনি লংঘন করিয়াছেন বলিয়া দণ্ডনীয় হইবেন যদি তিনি প্রমাণ করিতে না পারেন যে লংঘন কার্যটি তাহার অগোচরে সংঘটিত হইয়াছে অথবা অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি যথাযথ সচেষ্ট ছিলেন।

১৮। **মিথ্যা বিবৃতি।**—যদি কোন ব্যক্তি—

(১) এই অধ্যাদেশাধীন কোন আদেশে কোন বিবরণ তৈরী বা তথ্য সরবরাহ করিতে নির্দেশিত হইয়া, এমন কোন বিবরণ তৈরী করেন বা কোন তথ্য সরবরাহ করেন, যাহার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মিথ্যা এবং যাহা তিনি জানেন অথবা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, অথবা

(২) অনুরূপ কোন আদেশ দ্বারা কোন বহি, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণা, রিটার্ন বা অন্যান্য দলিল রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ করিতে নির্দেশিত হইয়া পূর্বোক্তের মতো এইরূপ বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া প্রস্তুত করেন, অথবা

(৩) দুই সেট বহি, হিসাব বা অন্য কোন রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করেন, যার লিখন একইরূপ নয়

তাহা হইলে তাহাকে সর্বোচ্চ তিন বৎসরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে।

১৯। **দায়মুক্তি।**—এই আধ্যাদেশ অথবা ইহার আওতাধীন কোন বিধির আওতায় সরল বিশ্বাসে কোন কার্যক্রম করিলে বা করিবার অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে সরকার বা সরকারের পক্ষে কোন কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা, সোপর্দকরণ অথবা কোন আইন সম্বন্ধীয় কার্যক্রম চলিবে না।

২০। **বিধি প্রনয়ণের ক্ষমতা।**—(১) সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বে উল্লেখিত ক্ষমতা সাধারণত্বের কোন ক্ষতি ব্যতিরেকে, এইরূপ বিধিতে ৬ নং ধারার আওতায় লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়নের জন্য দরখাস্ত ফরম এবং ফি-এর পরিমাণ কর্তৃপক্ষ যিনি এইরূপ লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়ন করিতে পারিবেন, লাইসেন্স ফরম ও শর্তাদি যাহা সাপেক্ষে তাহা প্রদান করা হইবে, কর্তৃপক্ষ ৭ নং ধারার আওতায় যাহার নিকট কোন আপীল দাখিল করিতে হইবে, এইরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল উপস্থাপন করিবার পদ্ধতি ও এইরূপ আপীলে প্রদত্ত ফিসের পরিমাণ এবং ৯ নং ধারার আওতায় নিয়োগকৃত প্রতিনিধির ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের কোন বিধানের যতদূর সম্ভব পরিপন্থী বা অসংগতি ব্যতীত East Bengal Jute Dealers Registration Act, 1949 (EB Act XVIII of 1949) এর আওতায় প্রণীত East Bengal Jute Dealers Registration Rules, 1950 এই অধ্যাদেশের আওতায় প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে কার্যকরী হইবে।

২০এ। **নিস্কৃতি প্রদানের ক্ষমতা।**—সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অথবা যে কোন প্রকার বা প্রকারসমূহের পাট ও পাটজাত পণ্য, ইহাতে যেভাবে নির্ধারণ করা হইবে সেই মাত্রায় এবং শর্তাদি সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের সকল বিধান বা যে কোন বিধান অথবা প্রণীত কোন বিধি বা আদেশের কার্যকারিতা হইতে নিস্কৃতি দিতে পারিবেন।

২১। **অপরাধ অগ্রাহ্যকরণ।**—(১) সরকারের পক্ষে কাজ করিবার জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ অপরাধ সংঘটনের ঘটনাসম্বলিত লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই অধ্যাদেশের আওতায় শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ আমলে নিবেন না।

(২) সরকারের পক্ষে কাজ করিবার জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর আওতায় কোন অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করিবার পরিবর্তে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে অপরাধ আপসে নিস্পত্তি করিতে পারিবেন।

২২। **জরিমানা সম্পর্কে বিধান।**—The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর ৩২ ধারায় যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী যে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে এই অধ্যাদেশের আওতায় দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে ১০০০ টাকার বেশী অর্থ জরিমানা করা আইনসংগত হইবে।

২৩। **আদেশ সম্পর্কে ধারণা।**—এই অধ্যাদেশের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আদেশ প্রণয়ন ও স্বাক্ষরিত হইলে The Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর শর্তানুসারে কোন আদালত ধরিয়া নিবেন যে এইরূপ আদেশ উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে।

২৪। **কোন আদেশ অন্য কোন আইনের অসংগতির প্রভাব।**—এই অধ্যাদেশ ব্যতীত অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রণীত বলবৎ কোন দলিল বা কোন আইনের বিধানের সংগে অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু সন্নিবেশিত থাকা সত্ত্বেও এ অধ্যাদেশের আওতায় প্রণীত যে কোন আদেশ কার্যকর হইবে।

২৫। (বিলুপ্ত)।

বাঃসমুঃ-২০০২/০৩-২৭২৪কম/এ(৯)—১০০০ বই, ২০০৩।